ঐতিহ্য আত্মোন্নয়ন গ্রন্থমালা

মানবজীবন

ডা. মোহাম্মদ লুত্‌ফর রহমান

ঐতিহ্য

সূচি

মানব-চিত্তের তৃপ্তি ৭
আল্লাহ ৯
শয়তান ১১
দৈনন্দিন জীবন ১৬
সংস্কার মানুষের অন্তরে ২০
জীবনের মহত্ত্ব ২৬
স্বভাব-গঠন ৩৩
জীবনের সাধনা ৩৭
বিবেকের বাণী ৪৬
মিথ্যাচার ৪৯
পরিবার ৫২
প্রেম ৫৫
সেবা ৬০

মানব-চিত্তের তৃপ্তি

মানব-চিত্তের তৃপ্তি অর্থ, প্রাধান্য, ক্ষমতা এবং রাজ্যলাভে নাই। আলেকজান্ডার সমস্ত জগৎ জয় করেও শান্তি লাভ করেন নাই। মানুষ অর্থের পেছনে ছুটেছে—অপরিমিত অর্থ তাকে দাও, সে আরও চাইবে। তার মনে হবে আরও পেলে সুখী হব। সমস্ত জগৎ তাকে দাও, তবুও সে সুখী হবে না জাগতিকভাবে যারা অন্ধ, তারাই জীবনের সুখ এইভাবে খোঁজে। দরিদ্র যে, সে আমার জীবন ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে ঈর্ষা করছে, সে আমার অবস্থার দিকে কত উৎসুক নেত্রে তাকিয়ে থাকে, —কিন্তু আমি নিজে কত অসুখী! পরম সত্যের সন্ধান যারা পায় নাই, মানব-হৃদয়ের ধর্ম কী, তা যারা বুঝতে পারে নাই—তারাই এইভাবে জ্বলে পুড়ে মরে, এমনকি এই শ্রেণির লোক যতই মৃত্যুর পথে অগ্রসর হতে থাকে, ততই এদের জীবনের জ্বালা বাড়ে। প্রতিহিংসা-বৃত্তি, বিবাদ, অর্থ-লোভ আরও তীব্রভাবে তাদেরকে মত্ত ও মুগ্ধ করে! তখনো তারা যথার্থ কল্যাণের পথ কী, তা অনুভব করতে পারে না। জীবন ভরে যেমন করে সুখের সন্ধানে এরা ছুটেছে, মৃত্যুর অব্যবহিতপূর্বেও তেমনি তারা সুখের সন্ধান করে,—পায় না; এই পথে মানুষ সুখ পাবে না। ক্রোধে তারা চিৎকার করে, মানুষকে তারা দংশন করে, মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তাদের দুঃখী, আহত, ব্যথিত মন নিজের দেহ এবং পরের অন্তরকে বিষাক্ত করে। বলতে কি, মানুষ জাগতিক কোনো সাধনায় সুখ, আনন্দ এবং তৃপ্তি পাবে না। এই পথ থেকে মানুষকে ফিরতে বলি; সমস্ত মহাপুরুষই এই কথা বলেছেন। মানুষ তার জীবনকে অনুভব করতে পারে নাই; শয়তান মানুষ-চিত্তকে ধর্মের নামে ভ্রমান্ধ করেছে।

সত্যের সাধনাই মানব-হৃদয়ের চরম ও পরম সাধনা। পরম সত্যকে দিনে দিনে জীবনের প্রতি কাজের ভিতর দিয়ে অনুভব করাই মানুষের শ্রেষ্ঠ সাধনা। কত বিচিত্রভাবে তাকে অনুভব করতে হবে তার ইয়ত্তা নাই। যিনি যতটুকু এই পরম সত্যকে অনুভব করতে পেরেছেন, তিনি তত বড় সাধক, সন্ন্যাসী এবং ফকির। জগতে যা কিছু করো, যত কাজেই যোগ দাও, পরিবার প্রতিপালন কর, শিশুর মুখে চুম্বন দাও—মানব-চিত্তের এই একমাত্র গুরুতর সাধনা ও আকাঙ্ক্ষা এর মধ্যেই প্রচ্ছন্ন রয়েছে। সত্যময় আল্লাহতালাকে হৃদয়ে ধারণ করা, তাঁতে মিশে যাওয়া, আল্লাহময় হয়ে যাওয়া,—সর্বপ্রকারের সত্য, সুন্দর, মধুর ও পূর্ণ হয়ে ওঠা—এই-ই চরম এবাদত।

আত্মার এই সিদ্ধির জন্যই ধর্মের যাবতীয় বিধি-বন্ধন। শুধু বিধি-বন্ধনে মত্ত থাকলে এবং তাকেই চরম মনে করলে মানবাত্মা বিনষ্ট হবেই। হাজার নিয়ম পালন ও রোজা-উপাসনায় তাকে উন্নত ও উজ্জ্বল করতে পারবে না। জীবনকে আল্লাহর রঙে রঙিন করে তুলতে হবে; সমস্ত চিন্তা, কথা ও কাজের মধ্য দিয়ে সেই সত্য, সুন্দর ও সুমহানের গুণকে প্রকাশ করতে হবে।

আল্লাহ

বহুদিন আগে এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—'আল্লাহ কী?' তিনি বললেন, "আল্লাহ, অনন্ত—তাকে কেউ জানে না।"

আল্লাহর এই ব্যাখ্যা মানুষের পক্ষে বিন্দুমাত্রও আশার কথা নহে। 'আল্লাহ অনন্ত' শুনে আমাদের মন বিন্দুমাত্র বিচলিত ও চঞ্চল হয় না। এই ব্যাখ্যা ব্যাখ্যাই নয়। বস্তুত আরও অনেকে আল্লাহর ব্যাখ্যা অনেক কথায় দিয়ে থাকেন, তাতে আল্লাহর পরিচয় মানুষ একটুও পায় না, –মানুষ বিরক্ত ও ক্লান্ত হয়ে ওঠে।

এই জগৎ, এই অনন্ত সৃষ্টি, অনন্ত জীবের উৎস যিনি আছেন এবং থাকবেন, –যিনি চিরসত্য, যিনি সর্বব্যাপী, যিনি আমাতে আছেন, যিনি আমাকে ভালোবাসেন, প্রেম করেন, আমার সঙ্গে খেলা করেন, পথে পথে ঘুরে বেড়ান— আকাশে যাঁর বাঁশি বাজে, হাম্বারবে যাঁর অফুরন্ত প্রেম উছলে ওঠে, যিনি মাতৃহারা শিশুর আর্তকণ্ঠে বিশ্বকে মা বলে ডাকেন—আমি তাঁকে দেখতে চাই, পেতে চাই, হৃদয়ে ধারণ করতে চাই। –ঝড়ের দোলায় তার ভীষণ হাস্য বাজে, বজ্র-নিনাদে তাঁর শঙ্কা ধ্বনিত হয়। –অনন্ত সৃষ্টি তিনি বুকে ধারণ করে আছেন, তিনি নরনারীর অঙ্গশ্রীতে লীলায়িত হন, গানের সুরে তিনি ক্রন্দন করেন,—সেই অশ্রুর দেবতাকে আমি দেখতে চাই। —অনন্ত আকাশে, নিথর রাতে তাঁর ক্রন্দন শুনেছি, মুগ্ধ নির্জন প্রান্তরে তাঁর শোক বাতাসে বয়ে এনেছে, তাঁকে পাবার জন্য মানবচিত্ত ব্যাকুল হয়ে ছুটেছে। আমি তাঁকে পেতে চাই, অনন্ত সোহাগে তাঁকে চুম্বন করতে চাই। মানব-চিত্তের চির-প্রেয়সীর অঞ্চল ধরে আমি বাসরের আনন্দ অনুভব করতে চাই।

আল্লাহ কী? তাঁর কোনো সিংহাসন নাই, কোনো আসন নাই, রূপ নাই,— অনন্তের সঙ্গে তিনি মিশে আছেন। সুন্দর, কল্যাণ এবং সত্যে তিনি আছেন। —তোষামোদে তাঁকে পাওয়া যাবে না। তিনি আছেন ত্যাগে, সহিষ্ণুতায় এবং প্রেমে। —তিনি রূপমুক্ত প্রেম, কল্যাণ এবং জীবন্ত সত্য। মনুষ্য যখন অন্যায়ভাবে আঘাত পেয়ে আঘাতকারীকে আশীর্বাদ করেছে, তখনই আমি তাঁর রূপ দেখেছি। অসত্য ও অন্যায় দেখে মনুষ্য যখন লজ্জিত ও মর্মাহত হয়েছে, তখনই আমি তাঁর রূপ দেখেছি। মনুষ্য যখন মনুষ্যের জন্য আঁখিজল ফেলেছে, তখনই আমি তাঁকে দেখেছি। জননী যখন শিশুকে বুকে ধরেছেন, তখনই আমি তাঁকে দেখেছি। বন্য পশু যখন সন্তানের স্নেহে ব্যাকুল ও অস্থির হয়ে গর্জে ছুটেছে, তখনই সেই রূপহীনকে আমি চোখের জলে দেখেছি। হে রূপ-হীন! তুমি ধন্য! —তোমার এত রূপ, কে বলে তোমার রূপ নাই? এত ভাবে মনুষ্যকে তুমি ধরা দিচ্ছ—তবুও মনুষ্য বেশে তোমাকে দেখি নাই। প্রাতঃকালে যখন উঠলাম, তখন দেখলাম, তোমার রূপ সমস্ত গগন-পবনে ছড়িয়ে আছে; —সমস্ত সবুজ প্রকৃতিতে তোমার পায়ের নির্মল সুরভি লেগে আছে; সমস্ত দিন ভরে নিজেকে প্রকাশ করলে, তবু বলি তোমায় রূপহীন!

শয়তান

প্রভু! বীভৎস, ঘৃণিত, কুৎসিত মুখ আমি দেখতে চাই। আমার হাত তুমি ধরো, আমি শয়তানের মুখ দেখব— খুব ভালো করে তাকে দেখব। শয়তান কেমন করে আমাকে মুগ্ধ করে, আমার শিরায় শিরায় প্রবেশ করে আমাকে উদ্ভ্রান্ত করে, আমাকে তোমার স্নেহ-মধুর পূত-নির্মল সহবাস হতে ইঙ্গিতে বিভ্রান্ত করে।

সমস্ত অন্তর দিয়ে তাকে ঘৃণা করতে চাই। তাকে দেখি নাই বললে চলবে না। তার ঘৃণিত, পৈশাচিক মুখ আমায় দেখাও। আমার দেহের অণু- পরমাণু ঘৃণায় বিদ্রোহী হয়ে উঠুক, সমস্ত অন্তর দিয়ে আমি শয়তানকে ঘৃণা করতে চাই।

আমি অনেক সাধনা করেছি, অনেক রাত্রি তোমার ধ্যানে কাটিয়েছি—আমার সমস্ত শরীর তোমার পরশ-পুলকে অবশ হয়ে উঠেছে; আমাতে আমি নাই— আমার নয়ন দিয়ে তোমার প্রেমের অশ্রু ঝরেছে। পৃথিবীর সমস্ত আবিলতা-মুক্ত হয়ে তোমার প্রেমে ধন্য হয়েছি; অকস্মাৎ চোখের নিমিষে শয়তান এসে আমার সর্বনাশ করে গেল,—আমাকে একমুহূর্তে পাতালের গভীরতম কূপে ফেলে গেল, ক্ষণিকের লোভে মানুষের মাথায় বজ্রাঘাত করলাম, অন্ধকার নিশীথে পশুর নেশায় বারবনিতার সৌন্দর্য-শ্রীতে ডুবে মরলাম, গোপনে লোকচক্ষুর অগোচরে কুকার্যে আসক্ত হলাম, মানুষের বুদ্ধি-অনুভূতির অন্তরালে প্রতারণায় আত্মনিয়োগ করলাম। প্রভু, কে আমায় রক্ষা করবে? মানুষ আমার পাপ দেখে নাই, আমি একাকী দেখেছি আমাকে, — শয়তান আমার সর্বনাশ করেছে। প্রভু, মনুষ্যের অগোচরে আমায় দুর্জয় করো; —শয়তানের কুৎসিত মুখশ্রী আমায় দেখাও।

পৃথিবীর যত পাপ—পৃথিবীর যত প্রতারণা, নীচাশয়তা, হীনতা, কাপুরুষতা তাইতো শয়তানের মুখ। সাধু-সঙ্গ ত্যাগ করে শয়তানের মুখ ভালো করে দেখবার জন্য, পৃথিবীর সমস্ত কাপুরুষতা, সমস্ত মূঢ়তা, গোপন পাপ, নারীর ব্যভিচার আজ আমি ভালো করে দেখতে চাই।

একটা দরিদ্র লোক জীবন ভরে কিছু টাকা উপায় করেছিল। একদিন এক নামাজিকে তার বাড়িতে গিয়ে গভীর রাত্রে ৫০টি টাকা হাওলাত করে আনতে দেখেছিলাম। নামাজি সেদিন বিয়ে করতে যাচ্ছিল, খুব বিপদে পড়েই তাকে সেখানে টাকার জন্য যেতে হয়েছিল। পঞ্চাশটি টাকা সে যাওয়ামাত্র পেয়েছিল;—কোনো সাক্ষী ছিল না, কোনো লেখাপড়া দলিলপত্র হয় নাই। এই ঘটনা দেখেছিলেন শুধু আল্লাহ আর নামাজির অন্তর-মানুষ! তারপর দশ বৎসর অতীত হয়ে গেছে। লোকটি মারা গেছে! তার বিধবা পত্নী নামাজির বাড়িতে হেঁটে হেঁটে হয়রান হয়ে এখন আর হাঁটে না। এই ব্যক্তিকে লোকে মুসলমান বলে, মানুষ তাকে ঘৃণা করে না। তাকে অমানুষ বলে ধরবার কোনো পথ নাই। সে পাঁচটি ফরজই আদায় করেছে। কে তাকে কাফের বলবে? কিন্তু আমি দেখেছি তারই মুখে শয়তানের বিশ্রী মুখ।

একজন কেরানি তার পত্নীকে খুব ভালোবাসত। সারাদিন সে পোস্ট আফিসে গাধার খাটুনি খাটত, আর তারই মাঝে তার পত্নীর মুখখানি বুকে জেগে উঠত। মাতাল যেমন মদ খেয়ে দুর্বল দেহটিকে সবল করে নেয়, সেও তার দুর্বল দেহটিকে পত্নীর মুখখানির কথা মনে করে সবল শক্ত করে নিত। পোস্ট অফিসের ভারী ব্যাগগুলো ধাক্কা মেরে সে দশ হাত দূরে ফেলে দিত।

সে যখন বাসায় ফিরত, বাজার থেকে এক গোছা। গলদা চিংড়ি মাছ কিনে শিস দিতে দিতে বাড়ি আসত, পত্নীর হাতে সেগুলো দিয়ে সে প্রেমে তার মুখের পানে চেয়ে থাকত।

এক ছোকরা ঐ বাড়িতে আসত। কেরানি তাকে পুত্রের মতো স্নেহ করত। তার বয়স ১৮ বৎসর হবে। একদিন ছোকরার সঙ্গে ঘরখানি খালি করে পত্নীটি চলে এসেছিল,— সে এখন পতিতা। রাস্তার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে হাসে।

একদিন বাড়িতে ঝগড়া করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। হঠাৎ দেখলাম —সেই পতিতার উজ্জ্বল দীপ্ত লোহিত মুখ। সেই মুখে দেখেছিলাম

শয়তানের কুৎসিত মুখ—বীভৎস দৃষ্টি। হৃৎপিণ্ডে আগুন জ্বলে উঠেছিল, আন্তরিক ঘৃণায় সেই স্থান ত্যাগ করলাম। আমার পাপচিত্ত ক্রুদ্ধ ঘৃণায় জ্বলে উঠেছিল। মহাপাপের মুখ দেখে আমি শিউরে উঠেছিলাম।

শয়তান! আমি তোমার মুখ আরও ভালো করে দেখতে চাই—প্রভুকে যেমন করে দেখেছি, তোমাকেও তেমন করে দেখতে চাই—অনন্তভাবে আমি তোমার ঘৃণিত কুৎসিত নগ্ন ছবি দেখতে চাই। আমি সমস্ত প্রাণ দিয়ে তোমাকে ঘৃণা করতে চাই। ভালো করে তোমার মুখ আমায় দেখাও; তোমার গোপন অদৃশ্য মুখের ছবি আমার মনকে বিরক্ত করে না,—আমি দুই হাত দিয়ে ভালো করে স্পর্শ করে তোমায় দেখতে চাই।

শমশের এবং হাসান দুই ব্যক্তি কথা বলছিলেন। শমশের বললেন,—আপনি মহামানুষ, দেশসেবক, আপনার কাছে আমি চিরঋণী।

হাসান—জনাব, জীবন অনিত্য, কোনো সময় যাই, তার ঠিক নাই, আমার কাছে কৃতজ্ঞ হবার কোনো দরকার নাই।

শমশের বললেন—আপনার কাছে আমি চির-কৃতজ্ঞ, আপনি মানুষ।

অতঃপর হাসান সে স্থান থেকে চলে গেলেন। তাঁর স্থান ত্যাগ করামাত্র শমশের বললেন—'এই ব্যক্তিকে আমি চিনি,—ভারী শয়তান।' শমশেরের মুখে দেখলাম, কাপুরুষ নিন্দাকারী শয়তানের বীভৎস ছবি। শয়তানের হাত থেকে রক্ষা চাই। আমাদের এই সুপবিত্র মুখশ্রীতে শয়তানের মুখ ফুটে না উঠুক।

একটি বন্ধু আর একটি বন্ধুকে ভালোবাসত। প্রথম বন্ধুটির গৃহে দ্বিতীয় বন্ধুটি প্রায় যেত। প্রথম বন্ধু দ্বিতীয় বন্ধুকে বিশ্বাস করত, ভালোবাসত। একদিন দেখলাম, দ্বিতীয় বন্ধু প্রথম বন্ধুর অনুপস্থিতিতে প্রথম বন্ধুর পত্নীর সঙ্গে অবৈধ প্রেমালাপে মত্ত। শয়তানের মুখ দেখতে বাকি রইল না। শয়তানকে ভালো করেই চোখের সামনে দেখলুম।

একটি যুবক, সে বক্তৃতা করত, এক সংবাদ-পত্রিকার সম্পাদক সে। এক বুড়ির বাড়িতে সে যেত। বুড়ি তাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত।— স্নেহ করত; এতটুকু অবিশ্বাস করত না। বুড়ি উচ্চ-হৃদয় যুবককে গৃহে পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করত। বুড়ির একটিমাত্র অবলম্বন ছিল তার বারো বৎসরের প্রিয় সন্তানটি দেখতে বেহেশতের পরি-বালকের মতো। এই যুবক বালকটিকে ভালোবাসত। বুড়ি প্রাণভরে দেখত, তার পিতৃহীন সন্তানকে যুবক ভালোবাসে, স্নেহ করে; প্রাণভরে সে যুবককে আশীর্বাদ

করত। একদিন যুবক এই শিশুর পবিত্র মুখে গোপনে চুম্বন করল। সুকুমার স্বর্গের শিশুটি যুবকের মুখের দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে এই শিশুকে যুবক পাপের পথে আকর্ষণ করল। তার সোনার হৃদয়-কুসুমে পাপের হলাহল ঢেলে দিল। বুড়ির নয়ন-পুত্তলির সর্বনাশ হয়ে গেল। বুড়ি তা জানতে পারলে না। তার সাজানো বাগানে যুবক আগুন ধরিয়ে দিলে। এখন দেখি বুড়ি অন্ধ, রাস্তায় রাস্তায় সে ভিক্ষা করে। তার সোনার জাদুটি মারা গেছে। শিশুটি ধীরে ধীরে পাপের পথে অগ্রসর হতে থাকে, তার স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, বিবিধ রোগে সে ভেঙে পড়ে; সে মদ, গাঁজা, ভাং খায়, পরে সে জেলে যায়, সেইখানেই মরে। সেই সম্পাদক যুবককে কেউ জানে না, তাকে মানুষ নমস্কার করে। নিকটে এলে আসন এগিয়ে দেয়। অনেক টাকা তার। আমি তার মুখ দেখলে ভয় পাই। সম্মুখে সাক্ষাৎ শয়তান দেখে শিউরে উঠি!

এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গৃহে তার সেয়ানা মেয়েটি থাকত। মেয়েটির স্বামী বিদেশে থাকেন। ভদ্রলোকের বাড়িতে তাঁর এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ও থাকত। দেখলাম, একদিন আদরের সেই মেয়েটি সেই যুবকটির সঙ্গে গোপনে আলাপ করছে। মেয়েটির মা-বোনেরা তা জানে, জাতি যাবার ভয়ে কোনো কথা বলে না। নির্জন কক্ষে এই দুটি বিশ্বাসঘাতক নরনারী কথা বলে, একসঙ্গে খায়। যুবকটি ভয় করে, অনিচ্ছা প্রকাশ করে; বিবাহিতা অবিশ্বাসিনী যুবতিটি তাকে বলে,—কোনো ভয় নাই।

দুই বৎসর পরে দেখলাম,—এক জায়গায় এক বাবুর গৃহিণীরূপে এই বালিকাটিকে। বাবু পরম বিশ্বাসে পত্নীর সঙ্গে প্রেমালাপ করছেন, পত্নীও স্বামীর সঙ্গে আনন্দে কথা বলছে।

এই দৃশ্য দেখে শোকে আমার চোখ জলে ভরে উঠল। শয়তানের এই অভূতপূর্ব কীর্তির ছবি চোখ দিয়ে দেখলাম। অসহ্য দুঃখে ভাবলাম, মানুষের অত্যাচার এবং মূর্খতা! —অবিচার আর শয়তানের প্রাণঘাতী কীর্তি!

এক মহাজন এক ব্যক্তিকে বিশহাজার টাকা দিয়েছিলেন। লোকটি একদিন মহাজনের সর্বনাশ করবার জন্য চালাকি করে ঘরে সিঁধ কেটে দুপুর রাতে কাঁদতে আরম্ভ করল। লোকজন যখন জমা হলো, সে কেঁদে বললে, "তার সর্বনাশ হয়েছে,—চোর তাকে সর্বস্বান্ত করে গেছে, কী করে সে মহাজনকে মুখ দেখাবে? প্রাতঃকালে সে মহাজনকে টেলিগ্রাফ করলে।

থানার কর্মচারীর সঙ্গে রাত্রে গোপনে সে দেখা করলে। চুরি যে ঠিক হয়েছে এবং সে যে নিঃস্ব হয়ে গেছে, তা প্রমাণ হয়ে গেল। তার মিছে সর্বনাশের কেউ প্রতিবাদ করলে না। করতে কেউ সাহস পেলে না।

এই নিমকহারাম বিশ্বাসঘাতক লোকটি সেই টাকা নিয়ে এসে বাটীতে মসজিদ-ঘর তুললে। সেই ঘরে বসে সে বন্দেগি করে। মানুষের মুখে তার প্রশংসা ধরে না; কত মানুষ তার গৌরব করে, কত মৌলবির মুরুব্বি সে, কত ভদ্রলোকের বন্ধু সে। আমি তার মুখ দেখলেই ভয় পাই, তার মুখে কার বীভৎস মুখ দেখে উত্তেজিত হয়ে উঠি! ঘৃণায় সে স্থান ত্যাগ করি।

চল্লিশ বৎসর পূর্বে এক ব্যক্তি রেঙ্গুনে গিয়েছিল; সেখানে গিয়ে সে একটি বালিকাকে বিবাহ করেছিল। সে বালিকাটি যুবতি। যৌবনের রূপ-ঐশ্বর্য দেখে তাকে ভোগ করবার লোভ সংবরণ করতে না পেরে, সে প্রতারণা করে তাকে বিয়ে করেছিল। যখন তার পিপাসা মিটে গেল, তখন একদিন 'আসি' বলে ঐ যে পালিয়ে এল, আর কোনো দিন সেখানে গেল না। সেই বালিকা যে কত বৎসর ধরে পথের পানে তার প্রিয়তমের আশায় চেয়েছিল, তা কে জানে? এই যুবক একজন ধার্মিক ভদ্রলোক। সমস্ত ধর্মসাধনাই তার ব্যর্থ হয়েছে। প্রভু আর আমি জেনেছি সে কে।

এক ব্যক্তি মরে গেছে। সে যে বিপুল সম্পত্তি রেখে গেছে, তার জন্য তার বংশের মর্যাদা দেশজোড়া। সে ছিল এক জমিদারের নায়েব। জমিদার বিশ্বাস করে তাঁর সম্পত্তি নায়েবের হাতে দিয়ে আনন্দ করে বেড়াত। ধীরে ধীরে জমিদারের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করে বিশ্বাসঘাতক নায়েব নিজেই জমিদার হলেন। তার এখন কত সম্মান, মানুষ তার নামে দোহাই দেয়, কত ইট-পাথর তার বাড়িতে। কত বড় বড় প্রতিমা। তার ঘরে ওঠে। আমি তার বাড়ির সামনে গেলেই হাসি,—শয়তানের ভণ্ডামি দেখে জ্বলে উঠি। শয়তান মনুষ্যকে কত রকমেই না প্রতারণা করে! কে তার মুখ মানুষের মুখে দেখতে সাহস পায়?

মিথ্যাবাদী, তোষামোদকারী, শঠ, হৃদয়হীনের মুখে আমি দেখেছি শয়তানের মুখ। পরশ্রীকাতর, অপ্রেমিক, মোনাফেকের মুখে আমি দেখেছি শয়তানের মুখ। জগতের সমস্ত ধনসম্পদের বিনিময়ে শয়তানের মুখের সঙ্গে আমার মুখ বদলাতে চাইনে। জগতের সমস্ত সৌরভ, সমস্ত পরিচ্ছদ, সমস্ত সৌন্দর্যের সাধ্য নাই শয়তানের কুৎসিত মুখচ্ছবি ঢাকে। যে তা দেখেছে, সেই ভয় পেয়েছে!

দৈনন্দিন জীবন

জীবনের প্রতিদিন আমরা কত মিথ্যাই না বলি, সে জন্য আমাদের অন্তর-মানুষ লজ্জিত হয় না। –আল্লাহর কালাম আমরা পাঠ করি, কিন্তু সে কালাম আমাদের প্রতারণা মিথ্যা ও অন্যায় হতে রক্ষা করে না।

প্লুটার্ক (Plutarch) বলেছেন, 'যে বড় যুদ্ধে জয়লাভ করে, তার মনুষ্যত্ব সূচিত হয় না। প্রতিদিনের ছোট ছোট কথা, ছোট ছোট ব্যবহার, হাসি- রহস্য, একটুখানি সহৃদয়তা, একটা স্নেহের বাক্যে মানুষের মনুষ্যত্ব সূচিত হয়।' যে মানুষ জীবনের এক-একটা দিন নিষ্ঠুর বাক্য, মানুষের সঙ্গে মিথ্যা ব্যবহার এবং প্রতারণা থেকে মুক্ত করে রাখতে পারবে, জীবন-শেষে সে দেখতে পারবে, সে তার জীবনকে সার্থক করেছে। প্রতিদিনকার জীবন যার নিষ্ঠুরতা, মিথ্যা ও প্রতারণায় ভরা, —তার সমস্ত জীবনটাই একটা ভাঙা ঘরের মতো অন্তঃসারশূন্য। প্রাতঃকালে উঠেই প্রতিজ্ঞা করো, 'আজিকার এই দিনটা সফল ও সার্থক করব। আমার আজিকার এই দিনের কার্যে যেন মানবসমাজ উপকৃত হয়, যার সঙ্গে কথা বলি, তাকেই যেন আনন্দ দিতে পারি, যেন কোনো কাজে কাপুরুষ না হই। যেন এর প্রতি মুহূর্ত আমার জীবনে সুন্দর হয়ে প্রকাশ পায়।'

কত পাপ, কত অন্যায়, কত প্রকার দীনতা আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে অপবিত্র করে, আমাদের আত্মাকে কতখানি মলিন করে। দিনের মধ্যে কতবার আমরা মিথ্যা-পক্ষ সমর্থন করি। প্রভাতে উঠে আমরা দেখতে পাই উদার, নীল গগনশ্রী,—কী সুন্দর! কী শোভাময়! তারপর পূর্বাকাশের নির্মল প্রভাত- ছবি, —গাছে গাছে স্বর্গের কী মোহন মাধুরী! বিশ্বময় নির্মলের দেবতাকে একবার প্রণাম করো,—তারপর মানুষের মুখের দিকে চেয়ে দেখ।

যত প্রকার পাপ আছে, মানুষের চিত্তে ব্যথা দেওয়াই তার মাঝে বড় পাপ। এ মহাপাপ কেউ করো না। —ক্ষমতা এবং বাহুর গর্বে, জনবলের গর্বে মানুষের মুখের দিকে চেয়ে কঠিন কথা বলো না। সরে এসো, ভীত হও।

এমন সুন্দর আলো-বাতাস-প্রবাহে, এমন সুন্দর বিধাতার আশীর্বাদ-ঐশ্বর্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে, হে মানুষ,— সর্ব পাপমুক্ত হবার দুর্জয় প্রতিজ্ঞা করো। বিধাতার জড়সৃষ্টির মতো তুমি নির্মল হও।

প্রভাতে উঠেই কি ভাবছ?—হিংসা-প্রতিশোধের বিষ তোমার নির্মল আত্মাকে বিষাক্ত, অপবিত্র করে দিচ্ছে? —সতর্ক হও; কী চিন্তা করেছ? কার ক্ষতির চিন্তা মনে জেগেছে? কার পানে মন তোমার নিষ্ঠুর বিরূপতার বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে?—ক্ষান্ত হও। মানুষকে প্রেম করতে শেখো।

ঘর হতে বের হয়ে যাও। পথে পথে মানুষের সুন্দর, শুভ্র মুখ দেখে জীবন-মন সার্থক কর— মনুষ্যকে আলিঙ্গন করো।

মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করো না,—এই মহাপাপ হতে সরে এসো। মনুষ্যের সঙ্গে শঠতা করো না— মনুষ্যকে গালি দিও না। সর্বপ্রকারেই জীবনকে সফল ও সুন্দর করে তুলতে চেষ্টা করো। মানুষকে চিনি না, একথাও কাউকে বলো না।

তোমার আত্মসর্বস্ব জীবনের কথা ভেবে তুমি লজ্জিত হও। মানুষ নিজের জন্য বেঁচে নেই। অনেক টাকাকড়ি উপায় করেছ, আরও টাকার জন্য ব্যস্ত হয়েছ? এই টাকা-কড়ি আহরণ করার অন্তরালে কী উদ্দেশ্য তোমার আছে? তোমার সমস্ত জীবন-স্পন্দনের মাঝে দাঁড়িয়ে যে সমস্ত মহাপুরুষ অদৃশ্য ভাবে তোমার জীবনকে পরিচালিত করেছেন, তাঁরা মানবজীবন সম্বন্ধে কী বলেছেন? মানুষ কি বেঁচে আছে নিজের জন্য? মানুষের নিজের অভাব কতটুকু? —আর জগতে রাজা হয়েই বা লাভ কী?—অপরিসীম প্রতিপত্তি লাভ করেই বা কী এমন লাভ আছে, যদি না দুর্বলের পার্শ্বে যেয়ে দাঁড়াও? যদি না অত্যাচারী সবলের কঠিন বাহু ভেঙে দিতে পারো? যদি না মানব-দুঃখ তোমাকে ব্যথিত করে? —মানবসেবার জন্য যদি না তুমি তোমার সমস্ত ধনসম্পদ, সমস্ত জ্ঞান ও শক্তি নিয়ে অগ্রসর হও? কী লাভ হবে বলো বড়লোক হয়ে?—কত দিন মানুষ তোমার নাম করবে? তোমার চাইতে অনেক শ্রেষ্ঠ সম্পৎশালী মানুষ মাটির ধুলার সঙ্গে মিশে গেছে! তুমি কোন ছার!

মন যার পাষাণ, মানুষকে শুধু উপদেশ দিয়েই যে কর্তব্য শেষ করে—প্রেমে অগ্রসর হয় না, দুর্বল, অপরাধীকে ক্ষমা করে না—সে মানুষ নয়।

এ শিক্ষা মনুষ্য কোনো পুস্তক, কোনো বক্তৃতা হতে পায় নাই; এ শিক্ষা, এ প্রেমের শিক্ষা মানুষ আপন আত্মা হতেই পেয়েছে। সমস্ত ধনসম্পদ দিয়ে তোমার আত্মার প্রেমকে সার্থক করতে হবে। পশুর মতো আপন বিবরে প্রবেশ করো না—মানুষের কথা ভাবো—মানুষের প্রতি তোমার কর্তব্য আছে। এই কর্তব্য উদ্‌যাপনের নাম এবাদত, তা শুধু প্রাণহীন আবৃত্তি নয়।

দুঃখের সামনে, ব্যথার সামনে, নিষ্ঠুর পাষাণের মতো স্থির হয়ে থেকো না। মানব-দুঃখের সম্মুখে আপন পত্নীর প্রেমে পূর্ণ থেকো না। অবিচারের সম্মুখে আপন পুত্রের মুখে চুম্বন দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করো না।

ধর্মগ্রন্থ তোমায় কী শিক্ষা দিয়েছে? ইনজিল, জবুর, তওরাত, কুরআন এবং পবিত্র হাদিস সমষ্টি কি শিক্ষা তোমার দিয়েছে? তোমাকে স্নেহশীল, প্রেমিক— হতে বলেনি?—কতবার কতভাবে তোমাকে বলেছে—হে মানুষ, প্রেমিক হও, পাষাণ হয়ো না।

আত্মার প্রেমকে সার্থক করবার জন্য —মনুষ্য-জীবনের দানকে সার্থক করবার জন্যই রত্ন-সংগ্রহে দিকে দিকে ছোট! মনুষ্যকে চূর্ণ করবার জন্য, নিজের পরিবারের সুখের জন্য, মনুষ্যের ধন-রত্ন কেড়ে এনে বাক্সজাত করো না। মনুষ্য যে তোমার ভাই, একথা তুমি কি জানো না? একথা তো যুগে যুগে আল্লাহর বাণীরূপে তোমরা পেয়েছ, তবুও তা বিশ্বাস করো না? —মনুষ্য-সন্তানের মুখের দিকে চেয়ে কি আনন্দে-রসে পূর্ণ হয়ে উঠতে পারো না? তাকে কি কাছে বসাতে জানো না? মনুষ্য হয়ে কেন মনুষ্যকে এত বিষ-নয়নে দেখো? এই কি তোমার ধর্ম?—যাও, ফিরে যাও। ভালো করে চিন্তা করো, তোমার ধর্ম কী? মিথ্যা, করে তাড়াতাড়ি চিন্তা করে ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা করো না।

মনুষ্যকে প্রেম করাই আল্লাহর শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এছাড়া মানুষের জন্য দ্বিতীয় কোনো ধর্ম নাই। মনুষ্যকে প্রেম কর-মানুষের জন্য ত্যাগ স্বীকার কর। মানব-হৃদয়ের ব্যথা অনুভব করো। পৃথিবীর দুঃখ, তোমরা সকল ভাই সমান করে ভাগ করে নাও। মানবসমাজের জন্য জগৎ স্বর্গে পরিণত হোক, —ধর্মের নামে মিথ্যাচরণ করো না।